

সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প এবং আইন অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশু, গর্ভবতী মা এবং প্রসূতি মায়েদের জন্য যে সব সুবিধা পাওয়া যাবে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র হল একটি কম্যুনিটি-ভিত্তিক কেন্দ্র যা মা এবং ছোট শিশুদের মৌলিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং শৈশবকালীন যত্ন পরিষেবা প্রদান করে। এটি ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট স্কীমের কর্মসূচির অধীনে পরিচালিত হয়। মূল লক্ষ্য হল শিশু (০-৬ বছর), গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের অবস্থা উন্নত করা এবং শৈশবের প্রাথমিক বিকাশকে নিশ্চিত করা।

কত জনসংখ্যা পিছু একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থাকতে হবে?

জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন, ২০১৩ অনুযায়ী

- গ্রামে এবং শহরে প্রতি ৮০০ জনসংখ্যার জন্য ১টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থাকবে।
- ৩০০-৮০০ জনসংখ্যার বসতিতে, হবে যেখানে একটি পূর্ণাঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র স্থাপন সম্ভব নয়, মিনি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।
- যদি কোন বসতিতে ৬ বছরের কম বয়সী কমপক্ষে ৪০ জন শিশু থাকে, তাহলে কম্যুনিটি তিন মাসের মধ্যে একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানাতে পারে।
- উপজাতীয়, পাহাড়ি, মরুভূমি বা দুর্গম এলাকায়, অঙ্গনওয়াড়ি পরিষেবা নিশ্চিত করার জন্য জনসংখ্যার নিয়ম শিথিল করা যেতে পারে।

একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ন্যূনতম পরিকাঠামো এবং ব্যবস্থা কি রকম থাকতে হবে?

জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন, ২০১৩ অনুযায়ী একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নিম্নে উল্লিখিত ব্যবস্থা গুলি থাকতে হবে।

- কেন্দ্রের জন্য পাকা ভবন
- একজন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং একজন সহায়িকা
- ওজন পরিমাপের স্কেল এবং বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ চার্ট
- প্রাথমিক ঔষুধ (ORS, IFA, ইত্যাদি) সহ মেডিকেল কিট
- বাসনপত্র এবং স্টোরেজের ব্যবস্থা সহ রান্নাঘরের শেড
- নিরাপদ পানীয় জল
- কার্যকর টয়লেট সুবিধা
- শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত প্লেট/পাত্র

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চালু থাকার সময়সীমা কি?

পশ্চিমবঙ্গে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির স্বাভাবিক সময়সূচী

- খোলার সময়: সকাল ৯:০০ টা থেকে সকাল ৯:৩০ টা পর্যন্ত
- বন্ধের সময়: দুপুর ২:০০ টা থেকে বিকেল ৩:০০ টা পর্যন্ত

সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প এবং আইন অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশু, গর্ভবতি মা এবং প্রসূতি মায়েদের জন্য যে সব সুবিধা পাওয়া যাবে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সাধারণ দৈনিক সময়সূচী

- সকাল (সকাল ৯:০০-১০:০০ টা) – কেন্দ্র খোলা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শিশুদের উপস্থিতি।
- দুপুর ১০:০০-১২:০০ টা – শিশুদের (৩-৬ বছর বয়সী) জন্য প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম।
- দুপুর ১২:০০-১:০০ টা – পরিপূরক পুষ্টি / গরম রান্না করা খাবার বিতরণ।
- দুপুর ১:০০-২:০০ টা – বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ, স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত কার্যক্রম, মায়েদের পরামর্শ।
- কেন্দ্রের সময়সূচীর পরে – অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর দ্বারা গৃহ পরিদর্শন, রেকর্ড রাখা এবং কম্যুনিটি মিটিং।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে কি কি পরিষেবা পাওয়া যাবে?

১) পরিপূরক পুষ্টি - সাপ্লিমেন্টারি নিউট্রিশন

জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন, ২০১৩ অনুযায়ী শিশু এবং মায়েদের মধ্যে অপুষ্টি হ্রাস করার লক্ষ্যে ৬ মাস থেকে ৬ বছর বয়সী শিশু, গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের বছরে অন্ততঃ ৩০০ দিন পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সুবিধাভোগী (বেনিফিসিয়ারি) অনুযায়ী সাপ্লিমেন্টারি নিউট্রিশনের ব্যবস্থা

সুবিধাভোগী	খাবারের ধরন	খাবারের উদাহরণ
শিশু (৬ মাস থেকে ৩ বছর বয়সী)	বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার খাবার (টেক হোম রেশন)	‘পুষ্টি’ মিশ্রণের মতো ‘রেডি টু ইট’ খাবার পর্যায়ক্রমে মায়েদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।
শিশু (৩ – ৬ বছর বয়সী)	সকালের জলখাবার + গরম রান্না করা খাবার, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে দেওয়া হবে	সকালের জলখাবার: তৈরি খাবার অথবা অর্ধেক ডিম ও কলা; গরম খাবার: ডিমের তরকারি দিয়ে ভাত অথবা সয়াবিন ও সবজি দিয়ে খিচুড়ি।
মারাত্মক অপুষ্টিতে ভোগা শিশুরা (৬মাস থেকে ৬ বছর বয়সী)	অতিরিক্ত পুষ্টি	অতিরিক্ত খাবার (যেমন, প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৪৮০ গ্রাম রেডি-টু-ইট খাবার এবং অতিরিক্ত সুজি)
গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদানকারী মা	গরম রান্না করা খাবার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য	ডিমের তরকারি দিয়ে ভাত অথবা সবজি দিয়ে খিচুড়ি এবং একটি সম্পূর্ণ সিদ্ধ ডিম

নিম্নলিখিত ন্যূনতম পুষ্টির মান পূরণের জন্য উপরে উল্লিখিত খাবারের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

- শিশু (৬ মাস-৬ বছর): প্রতিদিন প্রায় ৫০০ কিলোক্যালরি এবং ১২-১৫ গ্রাম প্রোটিন।
- তীব্র অপুষ্টিতে ভোগা শিশু: প্রায় ৮০০ কিলোক্যালরি এবং ২০-২৫ গ্রাম প্রোটিন।
- গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মা: প্রায় ৬০০ কিলোক্যালরি এবং ১৮-২০ গ্রাম প্রোটিন।

২) প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষা

- ৩-৬ বছর বয়সী শিশুদের প্রাথমিক শৈশব শিক্ষা প্রদান করা হয়।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য শিশুদের প্রস্তুত করা হয়।

সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প এবং আইন অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশু, গর্ভবতি মা এবং প্রসূতি মায়েদের জন্য যে সব সুবিধা পাওয়া যাবে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

৩) স্বাস্থ্য পরীক্ষা

- শিশু এবং মায়েদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা।
- শিশুর বৃদ্ধি (ওজন, উচ্চতা, ইত্যাদি) পর্যবেক্ষণ।

৪) টিকাদান সহায়তা

- স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সমন্বয় করে শিশু এবং গর্ভবতী মহিলাদের টিকাদানের সুবিধা প্রদান করা হয়।

৫) রেফারেল পরিষেবা

- স্বাস্থ্যের সমস্যায়ুক্ত শিশু বা মায়েদের হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফার করা হয়।

৬) পুষ্টি ও স্বাস্থ্য শিক্ষা

- পুষ্টি, স্বাস্থ্যবিধি, শিশু যত্ন এবং পারিবারিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে মায়েদের জন্য সচেতনতামূলক কর্মসূচি।

এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে আলাদা করে কিশোরী মেয়েদের জন্য কন্যাশ্রী প্রকল্পের সাথে নিম্নলিখিত কর্মসূচি চলে

- পুষ্টি সহায়তা এবং আয়রন-ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট প্রদান।
- ১১-১৮ বছর বয়সী মেয়েদের স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি এবং জীবন দক্ষতার উপর প্রশিক্ষণ।